রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৮২ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭৭৩]

১৭/ নিষিদ্ধ বিষয়াবলী (كتاب الأمور المنهي عنها)

পরিচ্ছেদঃ ৩৫৩ : উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ

(353) بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيْلِ الْوَالِدِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ عَلٰى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ

আরবী

عَنِ النُّعمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ أبَاهُ أتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟» فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَرْجِعهُ
وَفي رِوَايةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اِتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
وفي روايةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟» فَقَالَ: نَعمْ، قَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
وفي روايةٍ : «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» .
وفي رواية : «أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي !» ثُمَّ قَالَ: «أَيسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البرِّ سَواءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلا إِذاً» . متفق عليه

বাংলা

১/১৭৮২। নু’মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হাজির হয়ে বললেন, ’আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। [কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।]’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ’’তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?’’ তিনি বললেন, ’না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।’’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ’’তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?’’ তিনি বললেন, ’না।’ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ [দান] ফিরিয়ে নিলেন।’’

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?’’ তিনি বললেন, ’জী হ্যাঁ।’ [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, ’’তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?’’ তিনি বললেন, ’জী না।’ [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, ’’তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।’’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ’’আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।’’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ’’এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।’’ অতঃপর তিনি বললেন, ’’তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?’’ বাশীর বললেন, ’জী অবশ্যই।’ তিনি বললেন, ’’তাহলে এরূপ করো না।’’ (বুখারী ও মুসলিম) [1]

English

(353) Chapter: Prohibition of giving preference to Children over one another in giving Gifts, etc.

An-Nu'man bin Bashir (May Allah be pleased with them) said:
My father took me to the Messenger of Allah (ﷺ) and said to him: "I have gifted one of my slaves to this son of mine." The Messenger of Allah (ﷺ) said, "Have you given such gift to every son of yours?" He replied, "No." Thereupon he said, "Take this gift back."

Another narration is: The Messenger of Allah (ﷺ) said, "Be mindful of your obligation to Allah and do justice in respect of your children." My father came back and revoked his gift.

Another narration is: The Messenger of Allah (ﷺ) asked, "Have you other children besides this one?" He said, "Yes." The Messenger of Allah (ﷺ) asked, "Have you awarded a gift like this to all of them." He said, "No." The Messenger of Allah (ﷺ) said, "I am not going to bear witness to this act of injustice."

Another narration is: The Messenger of Allah (ﷺ) asked, "Do you not except goodness from all of them as you except from him?" He said, "Yes, of course." The Messenger of Allah (ﷺ) said, "Then don't do this (i.e., do not give a gift to one son only)."

[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary: We learn from this Hadith the following important points:
1. In every matter, one should consult scholars and experts of Shari`ah. This was the practice of the Companions (May Allah be pleased with them).

2. Parents should deal with all their children with equity and justice. Preferential treatment with any child affects them adversely. Obviously injustice creates tension for parents as well as children and eventually family ties are broken.

3. This Hadith is also advanced by those `Ulama' in support of their contention that if a person wants to distribute his property among his children during his lifetime, he should not make any discrimination among his male and female children and should give an equal share to all of them.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, ১৭৯৪৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৭৩

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ নু'মান ইবনু বশীর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=32505

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন